ইত্তেফাক
তারিখ ০৪/৮/৮০
পৃষ্ঠা
130

বিনামূল্যে বিতরণ কর্মসূচীর বই স্তূপাকারে পড়িয়া আছে সিরাজগঞ্জের জ্ঞানদায়িনী হাইস্কুলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে —ইত্তেফাক

বইয়ের স্তূপে উঁই পোকা॥ সি'ও'র বাসায় দর্জিখানা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরিত প্রথম শ্রেণীর ১ লক্ষ ২০ হাজার পুস্তক সিরাজগঞ্জের জ্ঞানদায়িনী স্কুলের কক্ষে উঁইপোকায় কাটিতেছে। শিক্ষাবর্ষের সাত মাস গত হইলেও সিরাজগঞ্জ থানার শিক্ষা অফিসার পুস্তক বণ্টনের বিশদ নির্দেশ নাকি এখনও পান নাই। এদিকে ফরিদপুরের শিক্ষার্থীরা শেষ পর্যন্ত পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া নেওয়ায় রাজবাড়ী প্রধান ডাকঘরে অবিক্রিত হাজার হাজার বোর্ডের বই পড়িয়া আছে।

রাঙ্গুনিয়ায় বিনামূল্যে বিতরণ

(৮ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বইয়ের স্তূপে উঁই পোকা

(১ম পৃঃ পর)

কর্মসূচীর বই ও ম্যাপ বিতরণ করিতে গিয়া থানা শিক্ষা অফিস ফী আদায় করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। বিনামূল্যে পোশাক বণ্টন কর্মসূচীর ব্যাপারেও অভিযোগ পাওয়া যায়। টেণ্ডার না-পাওয়ায় বগুড়ার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) নিজের বাসায় বিনামূল্যে বিতরণের পোশাক তৈরীর জন্য দর্জিখানা চালু করিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রাঙ্গুনিয়া, রাজবাড়ী ও মাদারীপুর হইতে আমাদের সংবাদদাতাগণ জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে বই ও শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বণ্টনের কর্মসূচী চরম অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে।

রাঙ্গুনিয়ায় ৯১টি স্কুলের জন্য প্রেরিত বইয়ের চালান হইতে থানা অফিস প্রতিস্কুলের কোটা হইতে ৯ সেট করিয়া বই খুলিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রতিসেট বই পরিবহনের খরচ বাবদ ৫০ পয়সা; বিনামূল্যে বিতরণের প্রতিটি মানচিত্র বাবদ ৫ টাকাও নাকি আদায় করা হইয়াছে। পোশাক বণ্টন কর্মসূচীর টাকাও অন্য একাউণ্টে জমা রাখা হয়। পরে থানা কমিটির বৈঠকে বিষয়টি ফাঁস হইয়া পড়িলে টাকা তুলিয়া এখন পোশাক বানানো হইতেছে।

বগুড়ায় পোশাক তৈরীর জন্য থানা কমিটি স্থানীয় পত্রিকায় টেণ্ডার নোটিস দিয়াছিল। কর্তৃপক্ষের মতে, কোন ব্যবসায়ী আগাইয়া আসে নাই। তাই সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) বাসভবনেই তৈরী হইতেছে পোশাক। অভিযোগে প্রকাশ, সরকার নির্ধারিত মানের কাপড় অপেক্ষা নিম্নমানের কাপড় ব্যবহৃত হইতেছে।

মাদারীপুরে পোশাক তৈরীর কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই। অথচ শিক্ষাবর্ষের ৭ মাস অতিবাহিত হইয়াছে।